শিষ্যত্বের বিকাশ

খ্রীষ্টিয় জীবনে অপরিহার্য্য বিষয় সমূহ

অধ্যয়ন সহায়িকা

শিষ্যত্বের তত্ত্বানুসন্ধান

পাঠ ৩: খ্রীষ্টের একজন শিষ্যের বৈশিষ্ট্যসমূহ

ভূমিকা

শিষ্যত্বের তত্ত্বানুসন্ধান আখ্যাত 'শিষ্যত্বের বিকাশ' মড্যুলের অংশবিশেষ হচ্ছে এই পাঠটি । এই পাঠ্যধারাটি যীশু খ্রীষ্টের কোন অনুগামীর আত্মিক গঠন অধ্যয়ন করেছে – যে প্রক্রিয়াটি নির্দেশিত হয়েছে শিষ্যত্ব হিসাবে । যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাসে কেউ আসার পর তার জীবনের জন্য ঈশ্বরের পরিকল্পনানুযায়ী জীবনযাপনের আকাঙ্ক্ষা দিয়ে শুরু করে এই শিষ্যত্ব প্রক্রিয়াটি স্থান পায় । যখন কোন নব-বিশ্বাসীকে তার বিশ্বাসে বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করার কর্তব্য আমরা তুলে নিই, বলা হয় যে, আমরা শিষ্য করছি । যে কেউ অন্য কাউকে শিষ্য করতে চান তাকে এই উপকরণটি বিশেষ সাহায্য করবে, বিশেষতঃ যারা সুসমাচার প্রচার, নব-বিশ্বাসীদের উত্তর-তত্ত্বাবধান এবং তাদের বিশ্বাসে বৃদ্ধি পেতে সাহায্য করা অনুশীলন করছেন । শিষ্য করা হচ্ছে প্রত্যেক বিশ্বাসীর বিশেষ করে যারা আত্মিক নেতৃত্ব দেন তাদের কর্তব্য!

এই অধ্যয়ন সহায়িকাটির উদ্দেশ্য হল একজনকে নির্দিষ্ট পাঠগুলিতে নিজে নিজে আরও গভীরে নিরীক্ষণ করতে সাহায্য করা । 'শিষ্যত্বের বিকাশ'এর অন্য সব উপকরণগুলির সহযোগে, যেমন ভিডিও ও অডিও প্রোডাকশান্স যা www. debengali. org'এ প্রাপ্ত, এই পাঠটি ব্যবহারযোগ্য ।

বাইবেলের পদগুলি বাংলা পবিত্র বাইবেল (কেরী সংকলন) থেকে নেওয়া হয়েছে । কপিরাইট © দ্য বাইবেল সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া, ২০৬ মহাত্মা গান্ধী রোড, ব্যাঙ্গালোর – ৫৬০ ০০১

এই সকল বিষয়বস্তু জগতের মানুষের কাছে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রচারের উদ্দেশ্যে বিনামূল্যে যতদিন খুশি ব্যবহার করতে পারেন। সকল বিষয়বস্তুগুলির কপিরাইট ©2019Trans World Radio Canada -র অধিনস্থ। লাইসেন্সের বিষেয় অধিক জানার জন্য দেখুন www.discipleshipessentials.org/licensing

শিষ্যত্বের তত্ত্বানুসন্ধান

পাঠ ৩: খ্রীষ্টের একজন শিষ্যের বৈশিষ্ট্যসমূহ

এর কি উদ্দেশ্য

যীশু খ্রীষ্টের একজন খাঁটি শিষ্য বলতে কি বোঝায় তা অনুসন্ধান করাই এই পাঠের উদ্দেশ্য । যখন কাউকে আমরা শিষ্য করতে শুরু করি, আমাদের নিজেদের জীবনটা মূল্যায়ণ করে দেখাটা তখন ভাল ।

আপনার জানার জন্য....

শিষ্য করতে জড়িত হওয়ার মধ্যে আবশ্যক রয়েছে শিষ্যের বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পর্কে এক স্পষ্ট ধারণা । প্রভু যীশুর তথা আমাদের সামনে যে জীবন ও বিশ্বাস তিনি প্রদর্শন করেছেন তার কোন অনুগমনকারী বা অনুচরই হচ্ছে একজন শিষ্য । আপনি কল্পনা করে নিতে পারেন এমন কাউকে যিনি জীবনের যে কোন রঙ্গমঞ্চে একজন গুরুকে অনুসরণ করতে ব্রতনিষ্ঠ হন – তিনিই একজন শিষ্য । এটা বোঝা খুবই গুরুত্বপর্ণ যে, নিজেকে যীশুর একজন বিশ্বাসী বলা এবং গীর্জায় বা বাইবেল শিক্ষায় যোগদান করাটা শুরু মাত্র । কোন শিষ্যের আসল চিহ্ন হচ্ছে নিজেকে অস্বীকার করার এবং ঈশ্বর ও তাঁর পন্থাগুলিকে প্রথম স্থান দেওয়ার জন্য তার আগ্রহ । শিষ্য হতে গেলে দরকার জীবনভর শিক্ষাগ্রহণের জন্য ত্যাগ স্বীকার ও আত্মব্রতী হওয়া । জীবনে যেন পরিবর্তন দেখতে পাওয়া যায় । জীবন, কাজ-করম, প্রাধান্যগুলিকে অপরিবর্তিত রেখে কিন্তু আমরা যীশুর শিষ্য হতে পারি না! সুসমাচার হচ্ছে সুসংবাদ, তাই কারও কারও পক্ষে হয়ত তাৎক্ষণিক গ্রহণ করাটা অপেক্ষাকৃত সহজ কিন্তু শিষ্য হয়ে ওঠাটাই কঠিন ব্যাপার অথচ আমাদের জীবনের যা কিছু মূল্যবান কোনটাই কিন্তু কোন না কোন মূল্য না দিয়ে পাওয়া যায় না!

সূচনা

১) আরও উত্তম কিছু অর্জন করার জন্য আপনি কি ত্যাগ করা মনস্থ করেছেন? সিদ্ধান্তটা কি কঠিন ছিল? পিছনে ফিরে সেটাকে দেখা কি কষ্টকর বোধ হয়?

২) অন্যান্য গুরু বা ধর্মের শিষ্যদের চাইতে খ্রীষ্টাচারীরা কিসে আলাদা?

অধ্যয়ন

❖ **শিষ্য হওয়ার কি অর্থঃ** যীশু খ্রীষ্টের একজন শিষ্য হচ্ছেন যিনি তাঁকে নিজের পরিত্রাতা বলে গ্রহণ করে সারাটা জীবন যে কোন মূল্যে তাঁর মত হওয়ার লক্ষ্যে কাটিয়ে দেন । এতে আবশ্যক থাকে যীশু কে তা বিশ্বাস করা, তিনি যা শিক্ষা দিয়েছেন তা শিক্ষা করা এবং তাঁর নির্দেশ পালন করতে সম্মত হওয়া ।

➢ **শিষ্যেরা হচ্ছেন শিক্ষার্থীঃ** 'শিষ্য' বলতে গ্রীক শব্দটি হচ্ছে 'মাথেটেস', যার অর্থ 'শিক্ষার্থী, । শিষ্য হচ্ছেন তারা যারা ঈশ্বরের জন্য অন্তঃকরণ এবং শিক্ষাগ্রাহী মনভাব বিশিষ্ট । যীশু যা কিছু দান করেন তাই গ্রহণ করার জন্য শিষ্যেরা প্রস্তুতঃ তাঁর ক্ষমা, প্রেম, নির্দেশ এবং আজ্ঞা । যীশুর কাছে শিক্ষা করা হল আজীবনের প্রক্রিয়া ।

➢ একজন 'শিক্ষার্থী' হওয়ার এই কর্তব্য সম্পর্কে বাইবেল কি বলে? মথি ১১:২৮-৩০ এবং ফিলিপীয় ৩:১২-১৪ পদ পাঠ করুন ।

➢ **শিষ্যেরা রয়েছেন তাদের গুরুর সদৃশ হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ায়ঃ** আমরা কখনই সম্পূর্ণ নিখুঁত হয়ে উঠতে না পারলেও ঈশ্বর আমাদের আহ্বান করেন যীশু খ্রীষ্টের সাদৃশ্যে বৃদ্ধি পেতে । যীশুর শিষ্যেরা ক্রমাগত তাঁর চরিত্র, আচরণ ও বাসনা প্রতিফলিত করে থাকেন । অনুবর্তী পদগুলি আরও আমাদের গুরুর মত হয়ে ওঠার ব্যাপারে কি বলে? লূক ৬:৪০ এবং ইফিষীয় ৪:১৩ পদ পড়ুন ।

❖ **যীশুর শিষ্যদের কয়েকটি গুণগত বৈশিষ্ট্যঃ** অন্যদের যখন শিষ্য করার প্রস্তুতি নিচ্ছি আমাদের নিজেদের জীবন তখন মূল্যায়ণ করে দেখা দরকার । আমরা কি যীশু খ্রীষ্টের যথার্থ শিষ্য? নিখুঁত না হলেও, অন্যদের সামনে আদর্শ হওয়ার জন্য আমরা কি প্রস্তুত?

➢ **যীশুর শিষ্যেরা ঈশ্বরের এবং অন্যদের প্রতি প্রেমে বর্ধিষ্ণু হনঃ** শিষ্যদের ব্যাকুল বাসনা, অভীষ্ট লক্ষ্য এবং ব্রতনিষ্ঠা হল তাদের সারা সত্বা দিয়ে ঈশ্বরকে ভালবাসা । ঈশ্বরকে ভালবাসার মানে হচ্ছে আমাদের সম্পূর্ণ জীবন তাঁর কাছে সঁপে দেওয়া এবং এটা করি কর্তব্যবশতঃ নয় বরং আমাদের প্রতি তাঁর পরম প্রেমের প্রতিদানে ।

মথি ২২:৩৬-৪০ পদ পড়ুন । শিষ্য হিসাবে ঈশ্বর আমাদের কি করতে বলছেন? আজ্ঞাগুলি কি বলে?

ঈশ্বর আমাদের আহ্বান করেছেন তাঁকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালবাসতে এবং নিজেদের মত করে অন্যদেরও ভালবাসতে । এই দু'টি আদেশই হচ্ছে খ্রীষ্টাচারী জীবনের ভিত্তিমূল ।

এই দু'টি আদেশের ক্ষেত্রে আমরা কেমন এগোচ্ছি তা মূল্যায়ণ করার মত কি কি পন্থা আছে? আপনার জীবনের এই দু'টি ক্ষেত্রে আপনি সার্থক হতে পারলে আপনার জীবন কিভাবে আলাদা হয়ে উঠত?

- **যীশুর শিষ্যেরা যীশুর কাছে তাদের জীবনের প্রভু হিসাবে আত্মসমর্পণ করেনঃ** ঈশ্বরের রাজ্যের অনুধাবনের জন্য আবশ্যক রয়েছে অভিন্ন হৃদয়ের ব্রতনিষ্ঠা । এমনকি আমাদের পরিবারকে সেবা করার বিধিসঙ্গত আকাঙ্ক্ষাটিও কিন্তু যীশুর শিষ্য হওয়ার আহ্বানের কাছে সঁপে দিতে হবে । আমরা যীশুকে যত জানব, ততই জানতে পারব ঈশ্বরকে । যীশু আমাদের জন্য যা যা করেছেন তার ওপর আমরা যত ধ্যান দেব, ততই তার সেবা করব কৃতজ্ঞ হৃদয় থেকে । সুতরাং, খ্রীষ্টের যথার্থ শিষ্য হিসাবে অনুবর্তী বিষয়গুলি তাঁর প্রভুত্বের কাছে আমাদের সমর্পণ করতে হবে ।

  লূক ১৪:২৫-৩৩ পদ পড়ুন । আমাদের জীবনের কোন্ ক্ষেত্রগুলি যীশুর নিয়ন্ত্রণাধীনে আসা আবশ্যক? (উদাহরণ দিন) ।

যীশুর প্রভুত্বের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হলে, আমাদের সম্পর্কগুলি (লূক ১৪:২৬ পদ), আমাদের বিষয়-আশয় (লূক ১৪:৩৩ পদ) এবং আমাদের সমস্ত সত্বার (লূক ১৪:২৬-২৭ পদ) আগে খ্রীষ্টকে প্রথম রাখতে হবে ।

- **যীশুর শিষ্যেরা ঈশ্বরের রাজ্যের অন্বেষণ করেনঃ** জীবনের যে কোন লক্ষ্যের আগে, একজন শিষ্য সর্বদা প্রয়াস করেন ঈশ্বরের রাজ্য ও গৌরব প্রবর্দ্ধন করতে, নিজেদের বা জগতের নয় ।

  লূক ৯:৫৭-৬২ পদ পড়ুন । যীশুকে অনুসরণ করার আগে কি কি করতে চেয়েছিল কয়েকজন লোক? আজকে আপনার জীবনে – যীশুকে অনুসরণ করার আগে মানুষ কি কি করতে চায় দেখতে পান? তাঁকে অনুসরণ করা বেছে নেওয়ার আগে তাদের পছন্দমত কিছু করা যীশু অনুমোদন করেন না কেন?

- **যীশুর শিষ্যেরা ঈশ্বরকে অনুসরণ ও সেবা করতে আন্তরিকভাবে অনুপ্রাণিত হনঃ** যীশুর প্রতি আমাদের ভালবাসাই যেন আরও তাঁর মত হয়ে উঠতে এবং তাঁর পথে আমাদের অনুপ্রাণিত করে ।

  রোমীয় ৫:৬-৮, ১ করিন্থীয় ১৫:৫৮, ২ করিন্থীয় ৫:১৪, এবং ইব্রীয় ১২:২৮-২৯ পদ পড়ুন । একজন শিষ্যের অনুপ্রেরণা সম্পর্কে এগুলি কি বলছে?

- **যীশুর শিষ্য হওয়ার জন্য আপনার ব্রতনিষ্ঠা মূল্যায়ণ করাঃ** আমাদের প্রত্যেকের উচিৎ প্রত্যেকদিন যীশু খ্রীষ্টের শিষ্য হিসাবে নিজেদের একাগ্রতা যাচাই করে দেখা । আমাদের জীবনে এমন সময়ও আসে যখন আমাদের অগ্রগতি হয়ে যায় মন্থর বা এমনকি পুরনো স্বভাবকে আমরা ফিরে আসতে দিই কিন্তু আমাদের মন্ত্রণাদাতা বা জবাবদায়িতার অংশীদারের প্রতি আমরা অকপট থাকলে তাতে অন্ধকারে পাপ বৃদ্ধি পাওয়া রোধ করা যায় ।

সংক্ষেপে

- তিনিই হচ্ছেন যীশু খ্রীষ্টের একজন শিষ্য যিনি তাঁকে নিজের উদ্ধারকর্তা বলে গ্রহণ করেছেন এবং তার বাকি জীবন কাটান যে কোন মূল্যে তাঁর মত হয়ে ওঠার লক্ষ্যার্জন ।
- শিষ্যেরা হচ্ছেন শিক্ষার্থী এবং শিষ্যেরা থাকেন তাদের প্রভুর মত হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ার মধ্যে ।
- যীশুর শিষ্যেরা ঈশ্বর ও অন্যদের প্রতি ভালবাসায় বৃদ্ধি পেতে থাকেন ।
- প্রভু হিসাবে খ্রীষ্টের প্রতি নিজেদের জীবন সঁপে দেন যীশুর শিষ্যেরা ।
- যীশুর শিষ্যেরা অন্বেষণ করেন ঈশ্বরের রাজ্যের ।
- ঈশ্বরকে অনুসরণ ও সেবা করতে আন্তরিকভাবে অনুপ্রাণিত হন যীশুর শিষ্যেরা ।

প্রতিফলনের প্রশ্ন

১) রাতারাতি যীশুর মত হয়ে ওঠা যায় না – এ হল আসলে আজীবনের সাধনা! ইদানিং আপনি কি উপায়ে ীষ্টসদৃশ হয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছেন? ঈশ্বর আপনাকে কি শিখাচ্ছেন?

২) আপনাকে লক্ষ্য করে অবিশ্বাসীরা খ্রীষ্টের কেমন ছবি দেখতে পান? আপনার জীবনের এমন কোন ক্ষেত্রের কথা ভাবতে পারেন কি যেখানে আরও উন্নতি ঘটাতে হবে এবং এমন ক্ষেত্র যেখানে আপনি ইতিমধ্যে কিছু ভাল পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছেন?